সংবাদ

ইবির প্রশ্ন ফাঁসের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশে নারাজ প্রশাসন!

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদভুক্ত 'এফ' ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন তদন্ত কমিটি। গত শনিবর দুপুর দেড়টার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক হারুন উর রশিদ আসকারির কার্যালয়ে গিয়ে এ প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্ত কমিটির একজন সদস্য। তবে বিস্তারিত তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন উপাচার্য। তিনি বলেন, বিষয়টি আগামী ৬ মার্চ সিন্ডিকেট সভায় উত্থাপন করা হবে এবং প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই শেষে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন অপরাধী বিন্দুমাত্র ছাড় পাবে না বলেও তিনি দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। এরপরেই বিষয়টি জাতির সামনে প্রকাশ করা হবে তিনি জানান।

তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত হিসেবে ইতোমধ্যেই আলোচনায় রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তবিবর রহমান তোতা এবং আনিসুর রহমান বিকাশ। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আলাউদ্দিন আলালেরও জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও এ বিষয়ে ছাত্রলীগের এক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বলেন,'ওই ইউনিটে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া কোন ভাবেই প্রশ্ন ফাঁস হওয়া সম্ভব নয়।'

এ বিষয়ে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান মিজু বলেন,'ব্যক্তি বিশেষকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন লুকোচুরি করছে। তদন্ত রিপোর্ট জাতির সম্মুখে প্রকাশ না করে সিন্ডিকেট সভায় উত্থাপন করলে অপরাধীরা পার পেয়ে যেতে পারে। বিষয়টি অতি দ্রুত জাতির সম্মুখে প্রকাশ করা হোক।' গত ৭ নভেম্বর 'এফ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এ ইউনিটে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে।